কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র : বাজার ব্যবস্থা ও তার নিয়ন্ত্রণ

(Kautilya's Arthashastra : Market System and Its Control)

(পূর্ব প্রকাশের পর)

'সমাজ দর্পণ'-এর পূর্ববর্তী কয়েকটি সংখ্যায় কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা ও তার করণীয় সম্পর্কে কৌটিল্যের ব্যাখ্যা মোটামুটিভাবে আলোচনা করিয়াছি। আধুনিক যুগে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন বাজার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূলত নির্ধারিত হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও এইসব ব্যাপারে প্রধানত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আছে, যদিও কোন কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে বর্তমানে সীমিত পরিসরে বাজার প্রক্রিয়া চালু আছে। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে অবাধ বাজার ব্যবস্থার দোষত্রুটি আপেক্ষিকভাবে বেশী—এই কথা বলা যায়। আবার সমস্ত বিন্দুতে কঠোর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণও অনেকের কাছে কাম্য নয়। কৌটিল্যের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের একটা উপায় হিসাবে বাজার ব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করা হইয়াছে। ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র ও নাগরিক—এই উভয়ের কল্যাণ বৃদ্ধি করা।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল পরস্পর বিরোধী পরিস্থিতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। মতবিরোধের মধ্যে মধ্যপন্থা অনুসরণ করা। কৌটিল্য ভারতীয় সভ্যতার এই বিশেষ দিকটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন। এইজন্য তিনি রাষ্ট্র, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ জনগণের পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। এই সমন্বয় সাধনের জন্য পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়ার সুপারিশ করেন।

ভোক্তাদের সুবিধা, ব্যবসায়ীদের উন্নতি এবং রাষ্ট্রের আয় বাড়ানোর স্বার্থে কৌটিল্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উত্তম যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পন্ন স্থানে বাজার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। বিভিন্ন বাজারের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ রাখার জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় খরচে রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, খাল খনন ইত্যাদির কথা বলেন।

কল্যাণকর রাষ্ট্রের কার্যাবলী পর্যালোচনার সময় আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম যে কৌটিল্যের কথিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় Adamsmith-এর নির্দেশিত মুক্ত বাজার ব্যবস্থার স্থান নাই। অর্থশাস্ত্রের ভাষায় বলা যায় : "The King shall exercise his right of ownership with regard to fishing, ferrying and trading vegetables, in reservoirs or lakes" কৌটিল্য বেসরকারীভাবে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য অনুমোদন করেন নাই। ইহার অর্থ এই নয় যে বেসরকারী ব্যবসায়ীরা স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিত না। আসলে কৌটিল্য ব্যবসায়ীদের জন্য যুক্তিযুক্ত মুনাফা, রাষ্ট্রের জন্য উল্লেখযোগ্য আয় এবং ভোক্তাদের জন্য ন্যায্য মূল্যে দ্রব্য ক্রয়—এই তিনটি উদ্দেশ্য একযোগে পূরণ হওয়ার জন্য যে ধরনের এবং মাত্রাগত নিয়ন্ত্রণ দরকার তাহার সুপারিশ করেন। এই সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি বহু নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে লোক নিয়োগের কথা বলেন।

বর্তমান যুগে অসাধু ব্যবসায়ীরা ওজনের কারচুপির মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে ঠকানোর চেষ্টা করে, কৌটিল্য এই দিকটি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কেননা সঠিক ওজন পরিমাপ পদ্ধতির অস্তিত্ব সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য। কৌটিল্যের সময় বিভিন্নস্থানে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপ পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে কিনা তাহা দেখার জন্য

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি পৃথক বিভাগ ছিল। এই বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন তত্ত্বাবধায়ক কাজ করিতেন। ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আকারের পাথর বা লৌহখণ্ড ব্যবহার করা হইত যাহাতে ব্যবসায়ীরা ওজন পরিমাপের বেলায় কোন কারচুপির আশ্রয় না নিতে পারে। কৌটিল্যের উক্তি হইতে ইহার প্রমাণ মিলিবে: "Weights shall be made of iron or stones available in the countries of Magadha and Mellala, or of such things as will neither contract when wetted nor expand under the influence of heat." বিভিন্ন ওজন ও পরিমাপের মাধ্যম তৈরী করার জন্য প্রস্তুতকারকদের প্রতি রাষ্ট্র বিস্তৃত নির্দেশ প্রদান করিত যাহাতে ব্যবসায়ীরা নকল কোন মাধ্যম পণ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ওজন ও পরিমাপ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক-এর সাক্ষর সংবলিত স্ট্যাম্প বিভিন্ন ওজন ও পরিমাপের মাধ্যমের উপর বসানোর ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদিত নয় ওজন ও পরিমাপের এমন সব মাধ্যম কেহ ব্যবহার করিলে তাহাকে জরিমানা করা হইত। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল অসাধু দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের শোষণ হইতে সাধারণ ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। অসাধু পন্হা অবলম্বন করিলে এই ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান প্রচলিত ছিল। কোন ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয়ের সময় যদি কারচুপির মাধ্যমে বেশী নেওয়ার ব্যবস্থা করিত এবং একই সাথে উহা বিক্রয়ের সময় ভোক্তাদেরকে কম পরিমাণ প্রদানের চেষ্টা করিত তবে তাহাকে দ্বিগুণ জরিমানা করা হইত। এক্ষেত্রে কারচুপির অনুপাতে জরিমানা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এটি একটি বাস্তব সঙ্গত পন্হা বলা যায়। কেননা ওজনের কারচুপির পাশাপাশি উহার মাত্রার বিষয়টিও জরিমানার আওতায় আনিয়া কৌটিল্য এই ব্যাপারে অসাধু বিক্রেতাদেরকে নিবৃত্ত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন।

উপরোক্ত ব্যবস্থা ছাড়াও ব্যবসায়ীদেরকে প্রতি বছরের নির্দিষ্ট দিনে তাহাদের ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপের মাধ্যমসমূহ রাষ্ট্রের ওজন ও পরিমাপ বিভাগে জমা দিতে হইত। এই বিভাগ ঐগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনবোধে নবায়নের ব্যবস্থা করিত বা নূতন মাধ্যম সংগ্রহের নির্দেশ প্রদান করিত। এই দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশকারী ব্যবসায়ীদেরকে জেল প্রদান ও জরিমানা করা হইত।

ওজন ও পরিমাপ বিভাগের কাজে সহায়তা করার জন্য কৌটিল্যের সময় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাজার বিভাগ (marketing department) ছিল। এই বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ও তাহার সহকর্মীরা বাজারে প্রচলিত ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে কোন প্রকার কারচুপি ঘটিতেছে কিনা তাহার তত্ত্বাবধান করিত। কোন কোন দ্রব্যের ক্রয়ের পর উহার ওজন কিছুটা হ্রাস পাইতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে ক্রেতারা নিট অর্থে ক্ষতির সম্মুখীন হয়; কৌটিল্য এই ক্ষতি পূরণের ব্যাপারেও সচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এই জন্য কোন কোন পণ্যের বিক্রয়ের বেলায় কিছুটা বেশী ওজনের আকারে ক্রেতাদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ করেন। তদুপরি আসল পণ্যের পরিবর্তে নকল পণ্য সরবরাহ, গুণাগুণ নষ্ট হওয়া পণ্য বিক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদেরকে কঠোর সাজা দেওয়ার বিধান প্রচলিত ছিল। পাঠক ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে এইরূপ বিস্তৃত ব্যবস্থা আধুনিক যুগের কয়টি রাষ্ট্রে আছে তাহা ভাবিয়া দেখুন। অথচ চার হাজার বছর পূর্বে কৌটিল্য এইরূপ পরিকল্পিত ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছিলেন। আমরা কি তাঁহার প্রস্তাবিত ও সেই যুগে প্রচলিত এই সব ব্যবস্থা হইতে কিছু শিক্ষা নিতে পারি না?

আধুনিক যুগে উন্নত দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী পর্যায়ে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বাজার-তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা পণ্যের ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করিতে পারে। এই পদ্ধতি পণ্যের লেনদেন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বাজারের সম্প্রসারণ ঘটার সহায়ক। Adam-smith তাঁহার "An Enquiry in to the Nature

and Causes of Wealth of Nations" নামক সুবিখ্যাত বইতে যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে শ্রম বিভাগের উন্নয়ন ও প্রসারণ বাজার পরিধির সীমাবদ্ধতার উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে বাধ্য। অথচ Adam-smith যেখানে ১৭৭৬ সালে এই বক্তব্য প্রদান করিয়া প্রশংসা অর্জন করেন, সেখানে কৌটিল্য আজ হইতে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে একই বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ফলশ্রুতি হিসাবে পরিকল্পিত উপায়ে বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সুপারিশ করেন। কিন্তু তাহার মূল্যায়ন কোথায়? এই ভাবে এই উপমহাদেশের প্রাচীন মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়া পাশ্চাত্যের অনেক অর্থনীতিবিদ যখন বাহবা কুড়ান তখন আমরাও তাহার সাথে তাল মিলাই। অতীতকে ছাই হিসাবে মনে করিয়া আমরা সে সম্পর্কে আগ্রহ দেখাই না। অথচ ছাই-এর মধ্যেও যে অনেক মাণিক-রতনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে এবং উপযুক্ত পরিচর্যা বা ঘষামাজার মাধ্যমে তার উজ্জ্বলরূপ প্রদান করা যায় তাহা আমরা অনুভব করি না। পাশ্চাত্যকে সর্ব বিষয়ে অনুসরণ করিতেই আমরা ব্যস্ত। তাই বলিয়া আমি পাশ্চাত্যের ভাবধারা অধ্যয়নের বিরোধী নই। নিজেদের অতীতের সাথে পশ্চাত্যের সমন্বয়ে অনেক ক্ষেত্রে বেশী সুফল আশা করা অবান্তর নয় বলিয়া মনে করি।

কৌটিল্যের সময় রাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা, যোগান, মূল্য ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য বর্তমান যুগে প্রচলিত বুলেটিনের আকারে প্রকাশ করিত। এই ধরনের বুলেটিন তৎকালীন যুগে দুইটি উদ্দেশ্য সাধন করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত।

১. দ্রব্যের গুণাগুণ ও মূল্য অনুযায়ী উহাদের সম্ভাব্য চাহিদা সম্পর্কে বিক্রেতারা সচেতন থাকিতে পারিত।

২. ক্রেতারা বিক্রেতাদের সম্ভাব্য শোষণ অনেকটা প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইত।

এই ব্যবস্থা ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের তথাকথিত অবাধ বাজার ব্যবস্থার চাইতে যে উত্তম ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কৌটিল্যের সময় বাণিজ্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক পণ্যের বণ্টন ও বিক্রয়ের স্থানসমূহ নির্ধারণ করিয়া দিতেন। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা সময় ও স্থান অনুযায়ী পণ্যের সুষ্ঠু লেনদেন করিতে সক্ষম হইত। নিয়ন্ত্রিত হইলেও এই ধরনের পরিকল্পিত বাজার ব্যবস্থা বর্তমান যুগের একচেটিয়া ব্যবস্থার প্রতিরোধক হিসাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করিতে পারে।